142

ভোরের কাগজ

তারিখ 16 NOV 1997

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

ভোরের কাগজ আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক

শিক্ষার মানোন্নয়নে অব্যবস্থা দুর্নীতি অনিয়ম দূর করার জোর তাগিদ

● প্রথম পাতার পর দরিদ্রতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দের বেশির ভাগ যেভাবে অপচয় হচ্ছে তা যদি রোধ করা যায় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরো ভালোভাবে চলবে।

ভোরের কাগজ সম্পাদক বলেন, পরীক্ষা, পাঠ্যবই, ছাত্রভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ-বদলি, ছাত্র রাজনীতি, ছাত্র সংসদ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুর্নীতির যে পাকচক্র- তা উৎপাটন করতে পারলে শিক্ষার মানও ভালো করা সম্ভব। যা শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আলোচনায়ও জরুরি হয়ে পড়বে। ভোরের কাগজ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, প্রাথমিক শিক্ষায় গত ৫০ বছরেও খুব একটা উন্নতি হয়নি। কোন নীতি না থাকার ফলে শিক্ষার সকল স্তরেই মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলেন, আমরা বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সুপারিশ প্রণয়ন করেছি। আশা করি জাতীয় উন্নতির জন্য এ নীতি বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবেন।

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ বলেন, শিক্ষার সব দিক বাজারতত্ত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে দেশের জন্য ক্ষতিকর হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা বাঞ্ছনীয়। '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে প্রণয়ন করেছিলাম তা আমরা পূরণ করতে পারিনি।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, শিক্ষার এমন দুরাবস্থা হয়েছে যে আজকে প্রকৃত বাংলা ভাষার শিক্ষা দেওয়ারও সুব্যবস্থা নেই। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকরা আঞ্চলিক বাংলায় শিক্ষা দেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান উঠে গেছে বলেই মনে হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এতো বেশি ছাত্র আসছে যে তাদের পায়ের চাপে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ড. ইকবাল মাহমুদ বলেন, আজকে কোনো কোনো শিক্ষক ইচ্ছে করেও ভুল পড়াচ্ছেন, যাতে ছাত্ররা তাদের কাছে প্রাইভেট পড়তে যায়। মোট কথা শিক্ষার মান অনেক পিছিয়ে গেছে। '৫০-এর দশকে আমরা যা শিখেছি তা এখনকার ছেলেমেয়েরা শিখতে পারছে না বা তার চেয়ে কম শিখছে।

কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জন্য সমাজের সকল স্তরের সহযোগিতা দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রতি টাস্কফোর্স কমিটি শিক্ষাবোর্ডগুলোর দুর্নীতির যে চিত্র উদঘাটন করেছে তাতে আতঙ্কিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। নৈতিক অধঃপতন এমন হয়েছে যে, আজ যে নকল করছে সে দাপটের সঙ্গে করছে।

ড. সাদাত হোসেন বলেন, আমাদের পাওয়ার স্ট্রাকচার এমন হয়েছে যে একজন প্রাথমিক শিক্ষকও এমন চাপ প্রয়োগ করতে পারে যে আমরা তাকে বদলি পর্যন্ত করতে পারি না। বিশেষত স্থানীয় প্রেসার গ্রুপগুলোর চাপের কাছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাও অসহায় হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, অবস্থা হয়েছে এমন যে, স্কুলে শিক্ষক আসেন না, স্কুলে এলেও ক্লাস নেন না, স্কুলে গেলেও পড়ান না। আর ছাত্রদের দিক থেকে সমস্যা- ছাত্ররাও নিয়মিত আসে না।

ড. মঈন খান বলেন, শিক্ষার বিষয়টি যতোটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত ততোটুকু গুরুত্ব পায়নি, না সংসদে না সমাজে। ৫ বছর আগে এ ব্যাপারে একবার আলোচনা করেছিলাম সংসদে। পরে আর কখনো বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। আমার মনে হয় আমরা যদি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারি তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘ ২৫ বছরের যে সঙ্কট তার অনেকটা আপনা আপনি কেটে যাবে।

নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমরা রাজনৈতিকভাবে এমন এক দুষ্ট চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রেরও যথাযথ উন্নয়ন ঘটেনি। তাছাড়া এতোদিন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের চেতনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না।

অধ্যাপক হেদায়েত আহমেদ বলেন, আগে প্রাথমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ সব সময় ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে ছিল। পরবর্তীকালে তা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আসায় প্রাইমারি শিক্ষার জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে এ শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে।

ড. ফরাস উদ্দিন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৪৮ হাজার পাশ করেছে। এর মধ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ডিগ্রি কলেজগুলোর ধারণ ক্ষমতা ২৮ হাজার। বাকিরা কোথায় যাবে? এদের অনেককে আমরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিতে পেরেছি।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট করে দিয়েছে। তাই এখন তাদেরকে চিন্তা করতে শেখাতে হবে যাতে ছাত্ররা মৌলিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারে। হরতালের সময় শুধু হাসপাতাল রেস্টুরেন্ট নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও খোলা থাকা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের কোনো দলের পক্ষে সরাসরি রাজনীতি করা উচিত নয়। তবে শিক্ষকরা অবশ্যই রাজনৈতিক আদর্শকে ধারণ করতে পারেন। ছাত্রদেরও সেভাবে রাজনৈতিক আদর্শকে ধারণ করে রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি পরিত্যাগ করা উচিত।

অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার মধ্যে নেই, কতোগুলো সার্টিফিকেট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক হিসেবে এসএসসি ও এইচএসসি পাস তুলে দিয়ে আরো উচ্চ শিক্ষিতদের নিয়োগ দিতে হবে। যাতে এর যথাযথ মান নিশ্চিত করা যায়।

কাজী মনসুরা বেগম বলেন, আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার কৃষি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত।

মিলিয়া আলী বলেন, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠদান সময় দুঘন্টারও কম। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এ সময় বাড়াতে হবে। মেয়েদের উপবৃত্তির ফলে ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা বাড়লেও অবকাঠামো গত সুযোগ সুবিধা বাড়েনি। ফলে ভবিষ্যতে আরো বড়ো ধরনের সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

শামসে আরা হোসেন বলেন, চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি উপযুক্ত নয়। এ জন্য আমরা এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিশুদের সৃজনশীল ও চিন্তাশীল করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

কানিজ ফাতেমা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি ও এনজিও স্কুলগুলোর যৌথ মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। এছাড়া জবাবদিহিতার একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে কিছু হবে না।

চৌধুরী খুরশীদ আলম বলেন, নতুন শিক্ষানীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক ইউনুস শিকদার মাদ্রাসা শিক্ষার আরো উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সুপারিশ করে বলেন, এ শিক্ষার দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে।

অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম শিক্ষার করুণ অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে দেখা যায়, এখন গড়ে ৫০ শতাংশ ছাত্র ঝড়ে পড়ছে। অপচয়ের মাত্রা এতোই বেশি যে শিক্ষাখাতে ১০০ টাকা ব্যয়ের জন্য ১৩১ টাকা ব্যয় হয়। তিনি শিক্ষাকে কোনো অবস্থাতেই একেবারে প্রাইভেট সেক্টরের ওপর ছেড়ে না দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষাকে প্রাইভেট সেক্টরের সম্পদে পরিণত করা যায় না।

আলোচনার সমাপ্তি টেনে বক্তাদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি বলেন, সংসদে শিক্ষানীতি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এডুকেশন এ্যাক্ট পাসেরও উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কারণ আমাদের দেশে কোনো এডুকেশন এ্যাক্ট আছে কিনা আমার জানা নেই। তিনি প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিশুদের ধর্ম শিক্ষা প্রদানের বিরোধীতা করে বলেন, এতে শিশুদের শুরু থেকেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন করে তোলা হচ্ছে। তার বদলে ধর্মের নৈতিক দিক নিয়ে কারিকুলাম তৈরির ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের অতিরিক্ত খবরদারিরও সমালোচনা করেন।